

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
ভর্তি পরীক্ষা প্রসঙ্গে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স কোর্সে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হইতে যাইতেছে। আধুনিক পদ্ধতির এই পরীক্ষায় অবৈধ উপায়ে অনেক ভূয়া পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করিয়া থাকে। এই ভূয়া পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য হইতেছে ভর্তিচক্রে কোন প্রকৃত প্রার্থীর ভর্তির পথ সঙ্কট করিয়া দেওয়া। যেমন, একজন ভর্তিচক্রে প্রার্থীর ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া নিশ্চিত করার জন্য আরো দুই/তিনজন একই সাথে ভর্তি ফরম জমা করে। তাহাদের উদ্দেশ্য থাকে পরীক্ষার হলে তাহাদের আসন যাহাতে পর পর বিন্যস্ত হয়। তাহাদের এই উদ্দেশ্য প্রায়সঃ সফলও হয়। ফলে দেখা যায়, সামনে এবং পিছনে দুই ভূয়া পরীক্ষার্থীর মাঝখানে বসিয়া পরীক্ষা দেয় মূল পরীক্ষার্থী। গত বৎসরের মত এই বৎসরও খ ও ঘ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা M.C.Q পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হইতেছে। ফলে ভূয়া পরীক্ষার্থীদের পোয়াবারো। তাহাদের অধিকাংশ হয় বি, সি, এস পরীক্ষার্থী অথবা ঢাকা বা অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ২য়/৩য় বর্ষের অনার্স কোর্সের ছাত্র-ছাত্রী। তাহারা থানা বা জেলা পর্যায়ের কলেজগুলি হইতে পাস করা শিক্ষার্থীদের মার্কশীটের ফটোকপি সংগ্রহ করিয়া সেই শিক্ষার্থীর নাম, পিতার নাম ব্যবহার করিয়া শুধুমাত্র প্রবেশপত্রে নিজের ফটোগ্রাফ সীটিয়া ভর্তির ফরম জমা দিয়া থাকে। আর ভর্তির ফরম জমা দেওয়া মানেই হইতেছে পরীক্ষার প্রবেশপত্র পাইয়া যাওয়া। এক্ষেত্রে পরীক্ষার্থী আসন না নকল তাহা যাচাই করার সুযোগ নাই। আমাদের জানা মতে, গত বৎসর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরূপ ভূয়া পরীক্ষার্থী ধরা পড়িয়াছিল। অবশ্য অদ্যাবধি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ভূয়া পরীক্ষার্থী ধরা পড়ে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া বিষয়টিকে গুরুত্বহীন ভাবিলে চলিবে না। উপরে ভূয়া পরীক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার যে কৌশল উল্লেখ করিয়াছি তাহা খাটাইয়া অনায়াসে পার পাইয়া যাওয়া সম্ভব। আর তাহার ফলে অনেক যোগ্য ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবে। আমাদের জানা মতে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলির অনেক ছাত্র এই ব্যবসায়ের সহিত জড়িত এবং তাহাদের সহযোগিতায় গত বৎসর খ ও ঘ ইউনিটের মাধ্যমে অনেক প্রার্থীই ভর্তি হইবার সুযোগ পাইয়াছে। এইভাবে যাহাতে আর কেহ ভর্তি হইতে না পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিবার জন্য ভর্তি কমিটি ও উপাচার্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—জামাল, ইমন, রানা, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা কলেজ, ঢাকা।